পশু সংরক্ষণে ধর্ম- অর্থশাস্ত্র

অর্পিতা দে

অ্যাসিস্ট্যান্ত প্রফেসর, সংস্কৃত বিভাগ, বেথুন মহাবিদ্যালয়

বর্তমানকালে বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতার দিকে আমরা মনঃসংযোগ করেছি, কারণ নিজেদের স্বেচ্ছাচারমূলক কাজের দ্বারা নিজেদের অস্তিত্ব আজ ভারসাম্যহীন জগতে বিপন্ন হতে চলেছে। তাই পরিবেশের প্রতিটি অঙ্গকে যথাযথ ভাবে রক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেই হেতু অরণ্য সংরক্ষণ, প্রাণী সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। ব্যাঘ্র, গন্ডার, সিংহ, ইত্যাদি অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হতে শুরু করেছে তাদের সংরক্ষণের জন্য 'Reserve Forest','National Park, ইত্যাদি তৈরি হয়েছে, যেমন- জলদাপাড়া, গরুমারা ইত্যাদি গন্ডার সংরক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীনকালে মানুষের মনে একটি স্নেহার্দ্র মনোভাব ছিল যার ফলে প্রকৃতি ও মানুষের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। এই সম্পর্ক হেতুই কালিদাসের মানসকন্যা শকুন্তলা পুত্রস্নেহে মৃগশিশুকে লালন পালন করে তোলার মধ্যে পশুপ্রেমী উদার মনের পরিচয় দিয়েছিল। তৎকালীন যুগে মানুষরা প্রকৃতিকে নিয়ে নিরন্তর স্বেচ্ছাচরিতা, পরীক্ষা নিরীক্ষা করতো না বরং তাকে সযত্নে রক্ষা করার চেষ্টা করত। ধর্মশাস্ত্রকাররা তাই সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধ নীতি, করনীতি, ইত্যাদি আলোচনার সঙ্গে পশুজাত তথা প্রণীজাত রক্ষার বিবিধ বিধি নিষেধের কথা তাঁদের গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের আলোকে আলোকে আমরা সেই সকল তত্ত্বের আলোচনা করার চেষ্টা করলাম।

বন্যপ্রাণীকে পোষ মানিয়ে গৃহ পালিত করার প্রচেষ্টা মানুষ শুরু করেছিল মাত্র দশ হাজার বছর আগে থেকে। প্রত্নাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে জানা যায় যে, পশ্চিম এশিয়ার পাহাড়ি অঞ্চলে যেমন জাগ্রোস, এলবুরুস, তাউরুস ইত্যাদি পাহাড়ের ঢালে প্রথম বন্য ভেড়া, ছাগল, গবাদি পশুপালন করার কাজ শুরু হয়। এরপর ধীরে ধীরে সিরিয়া, প্যালেস্তাইন, তুরস্ক, ইরান, ইরাক, বর্তমান পাকিস্তান ও ভারতের বিভিন্ন এলাকায় পশুপালনের কাজ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশীয়দের থেকে অনেক আগে আমাদের নিজস্ব ধর্ম তথা অর্থশাস্ত্রে গৃহপালিত পশুদের পালন রক্ষণাবেক্ষনের কথা বিস্তৃত ভাবে জ্ঞাপিত হয়েছে। মহামতি কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বার্তাবিদ্যা সম্পর্কে বলেছেন---

"কৃষি পশুপাল্যে বাণিজ্যা চ বার্তা, ধান্যপশুহিরণ্যকুপ্যবিষ্টি প্রদানাদৌপকারিকী"।। ১

দুজ নির্মিত দ্রব্য যেমন ঘৃত, দধি, ননী প্রভৃতির প্রস্তুতির ক্ষেত্রে গবাদিপশুর উপযোগিতা এবং অপরিহার্যতা ছিল। তা বর্তমান কালের মতো অতীতকালেও মানুষের রসনাতৃপ্তি করত। গবাদি পশুর মাধ্যমে তৎসময়ে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করত। তাই দেশের আর্থিক অবস্থায় উন্নয়নকল্পে মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকার এবং কৌটিল্য প্রভৃতি রাজনীতি শাস্ত্রকারগণ তাঁদের গ্রন্থে গবাদি পশু প্রতিপালনার্থে নানা নিয়ম কানুন বর্ণনা করেছেন। মানবজাতির অস্তিত্ব গোজাতির উপর নির্ভরশীল। মাতৃদুজ পানের পর শিশু গোদুজ পান করে। ভবিষ্যতে অমানবিক হিংসাপরায়ণ মানুষের আগ্রাসনে নিরীহ উপকারী প্রাণী সকল বলি প্রদত্ত হতে পারে ফলে মানবজাতির অস্তিত্ব ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। এই ধ্বংসাত্মক চিত্র স্মরণ করেই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মনু,কৌটিল্য, অত্রি, বিষ্ণু, পরাশর, ব্যাস, বসিষ্ঠ প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ পশুপালনার্থে এত কথা ব্যক্ত করেছেন। গোজাতির মধ্যে মনু শ্বেতবর্ণের গাভীর কথাই উল্লেখ করেছেন। মানবেতর প্রাণীকেও যে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত তা মনুসংহিতায় দেখা যায়। যেমন স্নাতক ব্যক্তি কখনও গোবৎস বন্ধনের রজ্জু উল্লঙ্ঘন করবে না।

"ন লঙ্ঘয়েদ্বৎ তন্ত্রীং ন প্রধাবেচ্চ বর্ষতি।
ন চোদকে নিরীক্ষেত স্বং রুপমিতি ধারণা"।। ২

অশুচি অবস্থায় গাভীকে কেউ স্পর্শ করবে না অথবা হিংসা বা প্রহার করবে না।

"ন স্পৃশেৎ পাণিনেচ্ছিষ্ঠো বিপ্রো গোব্রাহ্মণানলান্।
ন হিংস্যাদ ব্রাহ্মণান্ গাশ্চ সবাংশ্চৈব তপস্বিনঃ"।। ৩

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত বা প্রবলবত্যা উপস্থিত হলে গৃহস্থ গাভী সকলকে রক্ষা করে অত্মরক্ষা করবে।

উষেতবর্ষতি শীতে বা মারুতেবাতি বা ভৃশম্।
"ন কুর্বীতাত্মনস্ত্রাণং গোরকৃত্বা তু শক্তিতঃ"।। ৪

পূত প্রভৃতি মঙ্গলাদি কর্মে দুজ , দধি, ঘৃত ইত্যাদি প্রয়োজনীয়তার মাধ্যমে গোসম্পদকে ধর্মের বাতাবরণে প্রতিপালনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন অত্রি সংহিতায় 'সান্তপনে' নামক ব্রতানুষ্ঠানে পঞ্চগব্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এই পঞ্চগব্য পৌরাণিক দেবদেবীর পূত অর্চনাতে এমনকি বৈদিক যাগযজ্ঞেও ব্যবহৃত হতো। পঞ্চগব্য হল গোমূত্র, গোময়, গব্যদুজ , গব্যদধি, গব্যঘৃতের মিশ্রণ, যার সবকটি উপাদন গাভী থেকে পাওয়া যায়।

"পঞ্চগব্যঞ্চ গোক্ষীরদধিমূত্রসকৃদ্‌ঘৃতম্।
তগুা পরেহহ্যপরসেদেষ সান্তপনো বিধিঃ"।। ৫

ধর্মীয় কারণে ধার্মিক হিণ্ডুত্তি গো মহিষাদি প্রাণীদের পালনে সতত উদ্যোগী হবে এই কারণে মঙ্গলাচারে এই পঞ্চগব্য প্রভৃতির ব্যবহার শাস্ত্রকারগণ নির্দেশ করেছেন।

বিযুত সংহিতাতে বলা হয়েছে গোসম্পদকে রক্ষা করতে পারলে স্বর্গলাভের মতো পারলৌকিক লাভ হবে।

"গোব্রাহ্মণনৃপতিমিত্রদারত্তীবিতরক্ষণাদয়ে হতাস্তে স্বর্গভাত্তঃ"।। ৬

মনুর মতে গরুর পৃষ্ঠে আরোহণ করা সর্বথা নিষিদ্ধ যদিও বর্তমানে গরুর গাড়ী গ্রামগঞ্জের প্রধান যানবাহন, যেখানে যন্ত্রচালিতযান চলে না। মালবাহী যান ও গাভী, মহিষ প্রভৃতি প্রাণীদের দ্বারা চালিত হয়।

"গবাঞ্চ যানং পৃষ্ঠেন সর্বথৈব বিগর্হিতম্"।। ৭

যদিও পৌরাণিক দেবদেবীর বাহন হিসাবে আমরা সিংহ (দূর্গার), ইঁদুর (গণেশের), পেঁচা (লক্ষ্মীর), ষাঁড় (শিবের), ময়ূর (কার্ত্তিকের) ইত্যাদি পশু পাখির উল্লেখ দেখি। কিন্তু এর পেছনে একতি মহৎ কারণ আছে তা হল এরা আমাদের সরাসরি উপকার সাধন না করলেও বাস্তু তন্ত্রের এবং খাদ্যশৃঙ্খলের ভারসাম্য রক্ষায় এদের ভুমিকা অনেক। তাই ধর্মীয় পূত্তঅর্চনাদির মাধ্যমে এদের রক্ষা করার প্রয়াস পৌরাণিক যুগেও দেখা যায়।

আপস্তম্ভসংহিতাতে গাভী গোবৎস প্রসব করলে তার দোহন পঃ তি কি হবে? তা আলোচিত হয়েছে। তাতে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক সম্মত পশুপালনের দিকতা উদ্ভাসিত হয়েছে। এই সংহিতাতেই আবার বলা হয়েছে নারিকেল রজ্জু, কিংবা তালস্মিত রজ্জু, শর পত্র রচিত রজ্জু দ্বারা চর্মদ্বারা গোবন্ধন করা যাবে না এতে পশুর প্রতি মানুষের স্নেহ মমতা রুপ মানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

"ন নারিকেল বালাভ্যাং ন মুঞ্জেন ন চর্ম্মণা।
এভির্গাস্তু ন বন্ধীয়াদ্ বগুা পরবশো ভবেৎ"।। ৮

মনু বলেছেন নিত্তে গৃহে অথবা অপরের গৃহে ধান ক্ষেত্রে, মাড়াবার স্থানে গাভী শস্য ভক্ষণ করছে অথবা গোবৎস দুজ পান বা ত্তল পান করছে তা দেখেও গৃহপতিকে কেউ বলে দেবে না। মানুষের মন কততা অহিংসাপরায়ণ এবং পশুপ্রেমী ছিল, যে নিত্তেদের শস্যের ক্ষতি ও তারা গাভীর উদর পূর্তির ত্তন্য মেনে নিত।

"আত্মনো যদি বাণ্যেষাং গৃহে ক্ষেত্রেহথবা খলে।
ভক্ষয়ন্তীং ন কথয়েৎ পিবন্তঞ্চৈব বৎসকম্"।। ৯

'Cruelty to Animal act' বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত আইনতি হলো পশুর দ্বারা মাল পরিবহন প্রভৃতি কষ্টসাধ্য কাতে পশুর পতি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলে শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। কিন্তু এই আইনের কোন প্রয়োগ বর্তমান সমাতে দেখা যায় না। পশুকে খেতে না দেওয়া, অন্যায় ভাবে প্রহার করা, তীর্ণবৃঃ পশুকে দিয়ে মাল বহন করার মতো অমানবিক কাতে মানুষ দক্ষ হয়ে উঠেছে। অবলা পশুর কষ্ট হৃদয়হীন মানব সমাত বোঝে না। কিন্তু হাত্তর বছর আগে শাস্ত্রকারগণ মানবেতর প্রাণীদের নিয়েএত নিঁখুত ভাবে ভাবনা চিন্তা করে গেছেন দেখে অবাক হতে হয়।

পশু খাদ্যের সরবরাহ কিভাবে হবে এ প্রসঙ্গে বসিষ্ঠ সংহিতায় বলা হয়েছে - পরতন্ত্র প্রাণী কুক্কুর, কাক ইত্যাদি প্রাণীদের উদ্দেশ্যে ভূমিতে অন্ন দেওয়া হবে।

"গৃহ্যান্ শ্বচন্ডাল পতিতবায়সেভ্যো ভূমৌ নির্ব্বপেৎ"।। ১০

বৈদিকযুগে প্রথম দিকে যজ্ঞের উদ্দেশ্যে পশুবলির যে প্রথা বর্তমান ছিল পরবর্তীকালের যুগে তা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছিল। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পশুবলির প্রতি একধরনের বিদ্বেষ দানা বেঁধেছিল। তাই দেখা যায় ধর্মশাস্ত্রের যুগে বারংবার পশুহত্যাকে নিষেধ করা হয়েছে অথবা কোনো কারণে পশুহত্যা হলেও তার ত্তন্য কঠোর শাস্তি স্বরুপ প্রায়শ্চিত্ত বিধান লিপিবঃ করা হয়েছে। মনু বলেছেন কেউ গোহত্যা করে তাহলে সে প্রায়শ্চিত্ত রূপে যবখন্ড ভক্ষন করবে প্রথম মাসে, মুন্ডিত শির, ছিন্নশ্মশ্রু এবং গোচর্মে দেহ আচ্ছাদিত করে গোষ্ঠে বাস করবে।

"উপপাতক সংযুক্তো গোঘ্নো মাসং যবান্ পিবেৎ।
কৃতবাপো বসেদ্ গোষ্ঠে চর্মণা তেন সংবৃতঃ"।। ১১

গোহত্যাকারী এই বিধিতে গোসেবা করে তিন মাসে গোহত্যা ত্তনিত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। অন্য পশুদের ক্ষেত্রে মনু বলেছেন গর্দভ, ছাগ, মেষ প্রভৃতি হত্যা করলে পাঁচ মাষা রূপে দন্ডহবে এবং শকূর ও কুক্কুত বিনষ্ট হলে একমাষা রূপ দন্ড হবে।

"গর্দভাত্তবিকানান্তু দন্ডঃ স্যাৎ পঞ্চমাষিকঃ।
মাষকস্তু ভবেদ্দন্ডঃ শ্ব-শূকরনিপাতনে"।। ১২

গো, গত্ত, উষ্ট্র ও অশ্বাদি রূপ বড় বড় পশু বিনষ্ট হলে বিনাশকারীকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা হবে। গর্দভ, অশ্ব, উষ্ট্র, মৃগ, হস্তী, ছাগ, মেষ,

মৎস্য, সর্প, মহিষ ইত্যাদি পশুহত্যাকারীদের অভিশাপ দিয়ে মনু বলেছেন তারা সংকরীকরণ পাতক হবে। এবং এদের দ্বারা সংকরজাতিত্ব প্রাপ্তি হবে।

"মানুষ্যমারণে ক্ষিপ্রং চৌরবৎ কিল্বিষং ভবেৎ।
প্রাণভৃৎসু মহৎস্বল্পং গোগজেষ্ট্রহয়াদিষু।।১৩
খরাশ্বোষ্ট্রমৃগেভানামাজাবিক বধস্তথা।
সংকরীকরণং জ্ঞেয়ং মীনাহিমহিষস্য চ"।।১৪

অত্রি সংহিতাতে বলা হয়েছে দোহন, বাহনের আতিশয্যে, রজ্জুদানার্থে, নাসিকাবেধ, নদীতে-পর্বতে বা অবৈধ রোধে গোরুর মৃত্যু হলে সাক্ষাৎ গোবধ প্রায়শ্চিত্ত ও পাদোন প্রায়শ্চিত্ত করে পাপস্খালন করতে হবে।

"অতিদোহাতিবাহাভ্যাং নাসিকাভেদনেন বা।
নদী পর্ব্বতসংরোধমৃতে পদোনমাচরেৎ"।। ১৫

গো ভিন্ন পশু ও পক্ষীর বধ জনিত প্রায়শ্চিত্ত ও এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক মানবিকতারদিক বিবেচনা করে কয়তি বৃষ দ্বারা কত পরিমাণ জমি চাষ করা যাবে? তার নির্দেশও এই সংহিতাতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুসংহিতায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র ইত্যাদি পশু হত্যাকারীকে রাজা এক হস্ত ও পদ ছেদন করে শাস্তি দেবেন। গোহত্যাকারীকে শতকার্ষাপণ দন্ড দেবেন এবং পশুঘাতী পশুমালিকে হত পশুর মূল্য দেবে। মহিষ প্রভৃতি আরণ্যপশুঘাতী মৎস্যঘাতী, পক্ষিঘাতী এমনকী কীটঘাতীকেও নির্দিষ্ট কার্ষাপণেদন্ডিত করা হবে। আমরা আইন প্রনয়ণ করে বর্তমান কালে যা করতে পারিনি তা প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ মানবজাতির স্বার্থে বহুকাল আগেই তা করে গেছেন।

"গজাশ্বোষ্ট্রগোঘাতী ত্বেকরপাদঃ কার্য্যঃ। গ্রাম্য পশুঘাতী কার্ষাপণশতং দন্ড্যঃ। পশুস্বামিনেতন্মূল্যং দদ্যাৎ।।
আরণ্যপশুঘাতী পঞ্চাশতং কার্ষাপণান্।। পক্ষিঘাতী মৎস্যঘাতী চ দশকার্ষাপণান্। কীটোপঘাতী চ কার্ষাপণম্।। ১৬

পশুঘাতীদের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে মহমতি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন পশুর গাত্রে কতগুলি রোম থাকে ততদিন তারা ঘোর নরকে বাস করে।

"বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।
সম্মিতানি দুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশূন্"।। ১৭

একই কথা ব্যাসসংহিতাতেও পাওয়া যায় ---

"নিরয়েস্বক্ষয়ং বাসমাপ্নোত্যাচন্দ্রতারকম্।
সর্ব্বান্ কামান্ সমাসদ্য ফলমশ্বমখস্য চ"।। ১৮

যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, উশন, সংবর্ত্ত প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রদিতে পশুহত্যাকারীদের পাপমোচনের জন্য অভিনব প্রায়শ্চিত্ত বিধি প্রবর্ত্তন করা হয়েছে, কারণ ভবিষ্যতে এই পাপকার্য করার আগে হত্যাকারী যেন প্রায়শ্চিত্ত শাস্তির কথা একবার অন্ততঃ স্মরণ করে পশুহত্যা থেকে বিরত হয়।বর্তমানে সমাতে একে পাগলের প্রলাপ মনে হলেও প্রাচীন কালে প্রকৃতিকে তথা নিজেদের সুরক্ষার জন্যে শাস্ত্রকারগণ এই বিধিগুলি প্রবর্ত্তন করেছিলেন। আমরা এর উপলব্ধি করতে পারিনি বলেই আজ আমাদের অস্তিত্ব সংকত দেখা দিয়েছে।

শুধুমাত্র ধর্মশাস্ত্রেই নয়, অর্থশাস্ত্রাদিতেও পরিবেশে পশুপক্ষীর ভূমিকা উপলব্ধি করে মহামতি কৌতিল্য আরো বলেছেন গবাদি পশুকে হত্যা বা অন্যকে দিয়ে হত্যা করানোর জন্য অপরাধীকে বধদন্ডে দন্ডিত করতে হবে।

"স্বয়ং হন্তা ঘাতয়িতা হর্তা হারয়িতা চ বধ্যঃ"।। ১৯

কৌতিল্য আরো বলেছেন যে রাজদেশে হস্তিঘাতীকে হত্যা করা হবে। জীবন্ত হাতীর দাঁত আহরণ করা ছিল অপরাধেয়। হরিণ, মহিষাদি পশু ও মৎস্য প্রভৃতি অহিংসার যোগ্য প্রাণীকে বা অভয়ারণ্যে বসবাসকারী প্রাণীদের বধ, বন্ধন করলে বা তাদের প্রতি হিংসা করলে সর্ব্বোচ্চ অর্থ জরিমানা বিহিত ছিল। কৌতিল্যের কালে এততাই উন্নত উদার সমাত ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় যে, সূনাধ্যক্ষ নামে এক রাজকর্মচারীর কথা জনা যায়, যে কিনা ভক্ষ্য প্রণীবধস্থানের অধ্যক্ষ ছিলেন। যাতে কোনো নিষিদ্ধ, বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী বধ করা না হয়। তারা প্রাণীর তত্ত্বাবধান কার্যেও নিযুক্ত থাকতেন, পশুর প্রতি অন্যায় অত্যাচার নিবারণজনিত কাজের দায়িত্ব তাদের উপর ন্যাস্ত ছিল।

"সূনাধ্যক্ষঃ প্রদিষ্টাভয়ানামভয়বনবাসিনাং চ মৃগপশু পক্ষিমৎস্যানাং বন্ধবধহিংসায়ামুত্তমং দন্ডং কারয়েৎ"।। ২০

অর্থশাস্ত্রের পশুসংরক্ষণ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অপূর্ব দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে কৌতিল্য কৃষির অনুপযুক্ত ক্ষেত্রেতে গো- মহিষাদি তন্তুদের বাসের জন্য 'বিবীত' অর্থাৎ তৃণ ও জলযুক্ত স্থান নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কৌতিল্য গো, অশ্ব, গজ ইত্যাদি পশুদের সুরক্ষার জন্য আরো উন্নত মানসিকতার পরিচয় দিয়ে গোহধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ গজাধ্যক্ষ প্রভৃতি উচ্চ রাজকীয় পদসৃষ্টির নির্দেশ দিয়েছেন। কৌতিল্য সমস্ত পশুর মধ্যে হাতীর সুরক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তৎকালীন সমাতে যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়া আরো নানা কাতে হাতীর ভূমিকা ছিল অসাধারণ। 'হস্তিপ্রধানো বিজয়ো রাজ্ঞাম'হাতীদের বসবাসের জন্য বনগুলি পর্বতযুক্ত, নদী বেষ্টিত সরোবর বা ক্ষুদ্রজলাশয়যুক্ত

হত, নাগবনাধ্যক্ষ কিছু রক্ষকের সাহায্যে হস্তিবন রক্ষা করতেন। এক্ষেত্রে বর্তমান কালের 'অভয়ারণ্য' 'সংরক্ষিত বন' ইত্যাদির ধারণা কৌতিল্যের কালেও বর্তমান ছিল তা প্রমাণিত হয়।

তৎকালীনযুগে এই ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্রাদি গ্রন্থ ছিল বর্তমান কালে দেশের সংবিধান। অন্যায় করলে শাস্তি নির্দিষ্ট থাকলে অপরাধীরা অন্যায় করতে সাহস পাবে না। তাই বর্তমানে আইনের ধারা অনুযায়ী শাস্তিবিধান নির্দিষ্ট আছে তেমনি ধর্ম-অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি সংবিধানতুল্য গ্রন্থে পশুর প্রতি অমানবিক ব্যবহারের জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শাস্তি নির্দিষ্ট রেখেছিলেন শাস্ত্রকারগণ। পশুগণ রক্ষিত হলে মানবজাতি রক্ষা পাবে। বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খলে এদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ধরা যাক পৃথিবীতে সমস্ত ব্যাঘ্র ও সিংহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে খাদ্য হিসাবে তৃণভোজী প্রাণীদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তৃণসম্পদ শেষ হয়ে গেলে তৃণভোজীরা খাদ্যসংকটে পড়বে এবং লোকালয়ে হানা দেবে। দাঁতাল হাতী যেমন মাঝে মাঝে লোকালয়ে এসে শস্যের প্রভূত ক্ষতি করে। উদ্ভিদের অভাবে অক্সিজেন কমে থাকে, মাটিতে জৈব পদার্থের যোগান কমবে, বাস্তুতন্ত্র ভেঙে পড়বে, পৃথিবী ধ্বংস হবে। প্রাক্‌যুগে এই সত্য উপলব্ধি করে বন্যপ্রাণী তথা গবাদী পশু সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব করেছিলেন ধর্মঅর্থশাস্ত্রকারগণ, যখন সকল বিশ্ব এই বিষয়ে ঘুমিয়ে ছিল তখন আমাদের ভারতবর্ষ এ বিষয়ে সচেতন ছিল তার প্রমাণ উক্ত গ্রন্থগুলির বিধিবিধান। কিন্তু এখন চিত্রতা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সারা বিশ্ব এখন পশুসংরক্ষণে তৎপর হলেও আমাদের দেশে এই বিষয়ে সচেতনতা খুবই কম। চোরাশিকারীদের দল কোনো বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে যথেচ্ছভাবে বন্যপ্রাণী শিকার করে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে নিজেরাই নিজেদের মরণকূপ তৈরী করেছে।

মনুষ্যত্বহীন মানবজাতির মধ্যে মানুষের প্রতি মানুষেরই কোনো দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা নেই সেখানে তারা পশুর প্রতি কি প্রেমবর্ষণ করবে? গৃহপালিত পশুগুলিকে অনাহারে অর্ধাহারে রেখে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়ে অকালমৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে পশুমালিকেরা। বর্তমানে পৃথিবীর সকলস্থানে পশুপ্রেমীর সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও ভারতে এদের সংখ্যা অনেক কম। এদেশে মানুষ যথেচ্ছহারে পশুনির্যাতন, পশুনিধনযজ্ঞে মেতে উঠেছে। সব শেষে বলা যায়, আমাদের বাঁচার জন্য প্রতিটি মানুষকে শাস্ত্রাদির অমূল্য বচন স্মরণ করিয়ে পশুসংরক্ষণজনক মহান কার্যে সচেতন করে তুলতে হবে, তবেই ধর্ম অর্থশাস্ত্রকারদের চিন্তাধারা সফলতা লাভ করবে।

তথ্যসূত্র

১) কৌতিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্	১.৪.১	পৃঃ-৬৫
২) মনুসংহিতা	৪/৩৮	পৃঃ-২৭৯
৩) মনুসংহিতা	৪/১৪২ এবং ৪/১৬২	পৃঃ-৩১৬ এবং পৃঃ-৩২২
৪) মনুসংহিতা	১১/১১৪	পৃঃ-৯০২
৫) অত্রিসংহিতা	১১ নং শ্লোক	পৃঃ-৮
৬) বিষ্ণুসংহিতা	৩/২৯	পৃঃ-৩২
৭) মনুসংহিতা	৪/৭২	পৃঃ-২৯১
৮) আপস্তম্বসংহিতা	১/১৫	পৃঃ-২৮৫
৯) মনুসংহিতা	১১/১১৫	পৃঃ-৯০২
১০) বসিষ্ঠসংহিতা	১১তম অধ্যায়	পৃঃ-৫০৯
১১) মনুসংহিতা	১১/১০৯	পৃঃ-৯০২
১২) মনুসংহিতা	৮/২৮৯	পৃঃ-৬৫২
১৩) মনুসংহিতা	৮/২৯৬	পৃঃ-৬৫২
১৪) মনুসংহিতা	১১/৬৯	পৃঃ-৮৮৫
১৫) অত্রিসংহিতা	২১৭ নং	পৃঃ-১৪
১৬) বিষ্ণুসংহিতা	৫/৪৮,৫০,৫১,৫২,৫৩,৫৪,	পৃঃ-৩৫
১৭) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা	১/১৮০	পৃঃ-১৫৪
১৮) ব্যাসসংহিতা	৩/৫৮	পৃঃ-৩৯৯
১৯) কৌতিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্	২.২৯.৫	পৃঃ-৪৩৪
২০) কৌতিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্	২.২৬.১	পৃঃ-৪১২

সহায়ক গ্রন্থ

বন্দ্যোপাধ্যায় মানবেন্দু	কৌতিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্ (১ম ও ২য় খন্ড) দ্বিতীয় প্রকাশ	সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮ নং বিধান সরণী কোলকাতা-৭০০০০৬	২০০২ সাল
বন্দ্যোপাধ্যায় মানবেন্দু	মনুসংহিতা	সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ৩৮ নং বিধান সরণী কোলকাতা-৭০০০০৬	১৪১০ সাল
তর্করত্ন পঞ্চানন	ঊনবিংশতি সংহিতা	৩৮/২নং ভবানীচরন দত্ত স্ট্রীত কলকাতা	১৩১৬ সাল